জুমার দিনের আমল: দোয়া, দরুদ ও ইবাদতের শ্রেষ্ঠ সময়

সংগৃহীত ছবি

ইসলামে জুমার দিনকে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন বলা হয়েছে। এ দিনে গোসল, পরিচ্ছন্নতা, জুমার নামাজ, সূরা কাহফ তিলাওয়াত, দরুদ শরিফ, দোয়া ও জিকিরের মতো বিশেষ আমল পালনের কথা এসেছে হাদিসে। এ আমলগুলো পালন করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করা যায়।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় জুমার দিনের মর্যাদা অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিসে বলেছেন, “সপ্তাহের সেরা দিন হলো জুমা। এই দিনে আদম (আ.) সৃষ্টি হয়েছেন, জান্নাতে প্রবেশ করেছেন এবং এ দিনেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।” (মুসলিম) এমনকি কিয়ামতও সংঘটিত হবে জুমার দিনেই।

এ দিনকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের জন্য রয়েছে কিছু বিশেষ আমল। এর মধ্যে অন্যতম হলো—গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। জুমার নামাজ ফরজ এবং তা মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক বৃহৎ সমাবেশ। এ নামাজের আগে খুতবা মনোযোগ দিয়ে শোনা গুরুত্বপূর্ণ আমল।

এ ছাড়া জুমার দিনে সূরা কাহফ তিলাওয়াতের ফজিলত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসুল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুমার মাঝে নূর আলোকিত হবে।” (হাকেম) তদুপরি এ দিনে বেশি বেশি দরুদ শরিফ পাঠ করা, দোয়া করা এবং আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকা সুন্নত। হাদিসে এসেছে, জুমার দিনে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায়, তা কবুল হয়।

সুতরাং, জুমার দিন শুধু সাপ্তাহিক ছুটি নয়; বরং বরকত, রহমত ও দোয়া কবুলের মহান সময়। নিয়মিত আমলগুলোর প্রতি যত্নবান হলে একজন মুসলমান আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করতে পারেন।